TJ BUILDING DESIGN & CONSTRUCTION
অফিস : পরাণপুর, রতুয়া, মালদা
পরিষেবা
ফ্লোর প্ল্যান। 3D ডিজাইন। স্ট্রাকচারাল। আর্কিটেকচারাল। ইন্টেরিয়র। ইস্টিমেশন। সয়েল টেস্ট। সার্ভে। অনুমোদন। সাইট সুপারভিশন
আপনার স্বপ্নের বাড়ি গড়ার বিশ্বস্ত সঙ্গী!
9591 475600

ই-জার্নাল
গবেষণাধর্মী পত্রিকা
সাহিত্যসেনা

ই-জার্নাল সাহিত্যসেনা
আবার নতুন রূপে নতুন পথে নতুন ভাবনায় ফিরে এসেছে। লেখা পাঠান টাইপ করে Mail ID তে।
Mail
sahityasena@gmail.com
Whatsapp
8617377896

Volume No : 01, Issue No : 02, Sahityasena Journal, February : 2026

☀ কবিতা-ই জিরিয়ে রাখে পৃথিবীর স্বপ্ন ☀

মুহা. আকমাল হোসেন

শূন্য দশকের সূচনায় যার শব্দজাল বোনা। স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে আকাশ ছোঁয়ার স্পর্ধা। এই স্পর্ধা থেকেই 'সাহিত্য সেনা'র প্রধান সেনাপতি হিসাবে তার আত্মপ্রকাশ। অর্থাৎ 'সাহিত্য সেনা' সাহিত্য সাময়িকীর সম্পাদক। দক্ষ সেনাপতি হিসাবে সাজিয়েছেন সাহিত্যের চতুরঙ্গ। তার বলিষ্ঠ হাতে ঝলসে ওঠে কলমের ইস্পাত। সময়ের দংশন, প্রতিবন্ধকতা, সমাজের ঘুণ ধরা বিবেক, কপটতার বিরুদ্ধে শক্ত শিরদাঁড়া নিয়ে দাঁড়ায় তার কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক। তার প্রবন্ধের তন্ময়-মন্ময় পারদ পাঠককে নিবিড়ভাবে আবিষ্ট করে। আর সেই প্রবন্ধ প্লটের উপর দাঁড়িয়ে থাকে তার সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতা। এই সুস্থ সাংবাদিকতাও সাহিত্যের কাজ। এই দায়িত্ব পালন করেছেন সাহিত্য সেনানি সরিফুল ইসলাম। তারপর... তারপর স্বপ্নের কিছু পরেও কিছু স্বপ্ন থেকে যায়। এই স্বপ্ন তাড়া করে নাট্যকার সরিফুল ইসলামকে। তখনই তিনি সংলাপে সান দেন। "বাঁধন মুক্তি"র। কিন্তু মুক্তি এত সহজ নয়। সমাজ-সংসার বড় জটিল। আরো জটিল রাজনীতি, নীতিহীনতা, কপটতা এবং রাষ্ট্রযন্ত্র। যার জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে শান্তিপ্রিয় মানুষ বিপন্নতাবোধ করে। সরিফুুল ইসলাম এইসব নৈরাজ্যবাদ নীতিহীনতা থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য মুক্ত মার্গ খুঁজেছেন। চেয়েছেন মানবতার জন্য প্রশস্তির নির্বাণ। কিন্তু সেই নির্বাণ দুরস্ত। দুনিয়া জুড়ে আজ ক্ষমতার দর্প। উপনিবেশবাদ। বর্ণবাদ। সাম্প্রদায়িকতাবাদ। আমাদের কাছে আর কোন মুক্ত আকাশ নেই। যে আকাশ আছে তাও ছেঁড়া কাফনের মতো। সেটাও নৈরাজ্যবাদের বারুদ পোড়া।

সালফারের "ধোঁয়ায় ভরেছে আকাশ"। কবির দুঃস্বপ্নের আকাশ। যন্ত্রণার আকাশ। বিষাদগ্রস্ত হয়ে কবি সেই ধোঁয়াছন্ন আকাশ থেকে কবিতার আয়াত উৎসারিত করে পাঠকের সুপ্ত চেতনায় ধাক্কা দিয়ে জাগ্রত করেন। শ্লেসের সাথে উচ্চারণ করেন "জীব কাটা ঘরে কত না কথা ওঠে"। কী কথা ওঠে পাঠক তা সহজেই আন্দাজ করতে পারেন। অমলকান্তিদের রোদ্দুর হওয়ার স্বপ্ন মিছা, তাই নীরেন্দ্র বাবুকে সাক্ষী রেখে বলেন, "বড্ড যন্ত্রণা নীরেন্দ্রনাথ বাবু তবু তোমার হাত ধরে বলি··· নিরীহ এই অবোধ পৃথিবীতে তাই আগ্রাসী হয়ে ওঠে চারিদিক"। সময় সমাজ এক অস্থির পৃথিবীতে মানবতা যেন কফিনবন্দি। চারিদিকে একই নৈরাজ্যবাদ কবির যন্ত্রময় উচ্চারণ, "সবসময় পা বিঁধেছে পেরেকে।"
এই পেরেক ফোঁটা রক্তাক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে কবি দেখেছেন সমাজের পুরুষতান্ত্রিকতার নির্মম নিষ্ঠুরতা। ক্ষমতার অস্ত্র প্রয়োগ। কামুকতা। অবলা ও দারিদ্রতার পীড়ন তখনই ব্যঙ্গ শ্লেষে মিশে উচ্চারিত হয় "সমাজটা ঢেউ খেলানো একটা যন্ত্র।" আধিপত্তবাদী এই সমাজ ব্যবস্থার কাছে আমাদের শিশু নারী কেউ নিরাপদ নয়।

এইসব সমস্যার নিরসন হিসাবে কবিতার চেতনাবোধে একটি প্লট তৈরি করেছে। প্লটের নাম কবিতা। "একটা প্লট এঁকেছি কবিতার"। সেই প্লটের উপরেই কবি সরিফুল ইসলাম ভীত নির্মাণ করতে চান এক নির্মোহ আগামী পৃথিবীর। এখানে যুদ্ধ, রক্তপাত, বারুদের গন্ধ নেই, যেখানে বর্ণবাদ বা কোন ইজমের লড়াই নেই, সেখানেই আমাদের স্বপ্নের পৃথিবী গড়ে উঠতে পারে। লিখতে পারে নতুন ইতিহাস। তৈরি হতে পারে শোষণমুক্ত সমাজ। প্রত্যাশী কবি "যা নিয়ে আগামী পৃথিবী লালন

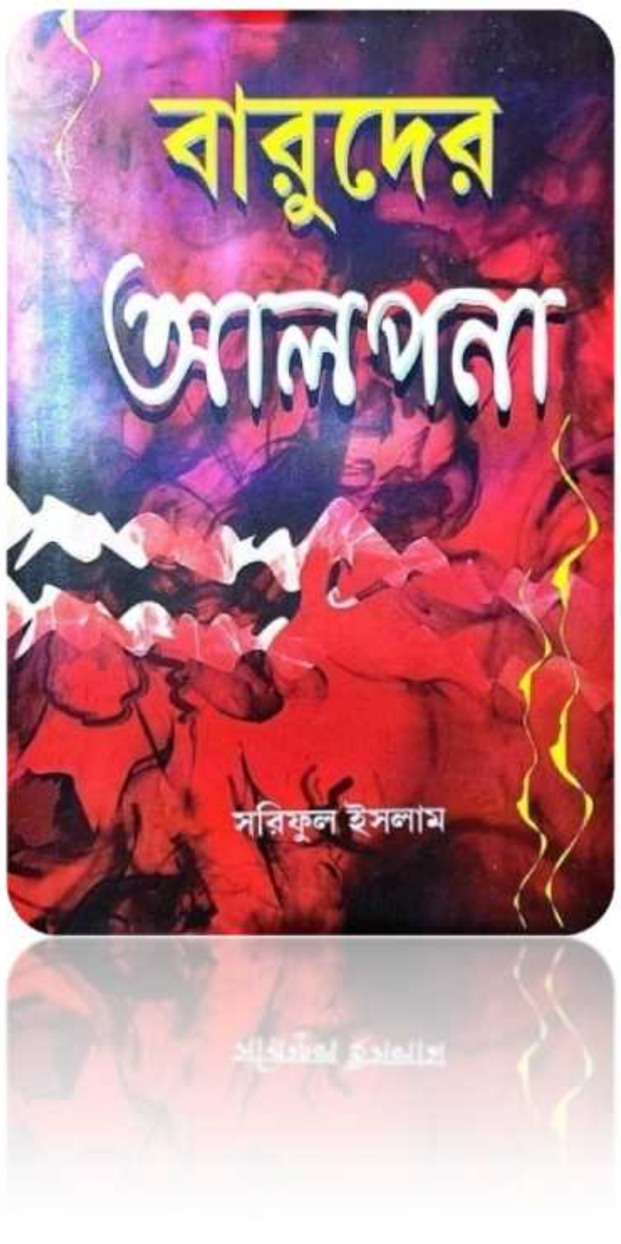

করতে পারে / জিরিয়ে রাখতে পারে পৃথিবীর স্বপ্ন"। কিন্তু কবির সেই স্বপ্নের পৃথিবী আজ বিপন্ন। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আকাশ। কবি সে আকাশ নির্মল দেখতে চান। মুক্ত কপোত-কপোতীর গান শুনতে চান। মানবতার অক্ষে যেন ঘুরে পৃথিবীটা। স্বাধীনতা যেন হয় সার্বজনীন। কেউ স্বাধীনতা হরণ করলেও কবি স্বাধীনতার কবিতা বলতে প্রয়াসী। মুক্তি আনাই তার লক্ষ্য। ধোঁয়াচ্ছন্ন আকাশকে তিনি নির্মল করতে চান নতুন সূর্যোদয়ের মাধ্যমে। কবির সেই সাহসী উচ্চারণ

"স্বাধীনতার দিন স্বাধীন কবিতা চাইতে নেই...
তবু স্বাধীন কবিতা আমি দেবো
আর একটা সূর্যদয়ের সময়।"

কবির এই প্রত্যয়ে মুক্ত আকাশ দেখবে পাঠক। কালের অন্ধকারে কুড়িয়ে নেবে নক্ষত্রের ঠান্ডা আগুন। বিপ্লবের ধুলো মেখে জেগে থাকবে চেতনা আর বিবেক। নির্মল বাতাসের সাথে সেতু বাঁধবে পাখির কোরাস। আকাশের সামিয়ানা থেকে ঝরবে দিনের আলো। "পরিশুদ্ধ বায়ুর মাধ্যমে / আর দিনের আলো জেগে থাক বিবেক।" অথবা "যা নিয়ে আগামী পৃথিবী লালন করতে পারে / জিরিয়ে রাখতে পারে পৃথিবীর স্বপ্ন।"

সৎ সাহসী কবি সরিফুল ইসলামের এই কাব্যগ্রন্থে পাঠকের বিবেককে যেমন নাড়া দেবে তেমনি কবিকে ও তার দায়বদ্ধতার দিক থেকে এবং শিল্পের আভিজাত্যে উত্তীর্ণ করবে, এই আশা রাখি। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

পিয়ার-রিভিউ ই-জার্নাল সাহিত্যসেনার জন্য লেখা আহ্বান

ঈদ সংখ্যা - ২০২৬

ঈদ সংখ্যার জন্য আপনার মৌলিক ও অপ্রকাশিত কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, গবেষণামূলক লেখা, বই আলোচনা টাইপ করে আমাদের Mail ID-তে পাঠান।

Mail ID : sahityasena@gmail.com

মানিকতলা অক্ষ থিয়েটার
সাম্প্রতিকতম প্রযোজনা
জুজু
এবং
হারানো গানের খাতা
নাটক ও নির্দেশনা : মনোজ ভোজ
আমাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য: কলেজ স্তরে নাটক ও নাট্য বিষয়ে ইন্টার্নশিপ কোর্স করানো হয়।
যোগাযোগ:
মিসবাহুল আলম - 70299 19435

Sahityasena, a research and Creative literature oriented E-journal. Published by Farjina Parvin and edited by Sariful Islam. WhatsApp - 8617377896, Email - sahityasena@gmail.com, Website - sahityasena.com

বইয়ের কাছে ফেরার ডাক : আগামী প্রজন্মকে বাঁচানোর শেষ উপায়

মহম্মদ মফিজুল ইসলাম

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এক অনির্বচনীয় সত্য বারবার ফিরে এসেছে– মানুষকে মানুষ করে তোলে তার চিন্তা, যুক্তি, কল্পনা ও নৈতিক বোধ। এই চারটি শক্তির ভিত যে জায়গায় সবচেয়ে গভীরভাবে গড়ে ওঠে, তা হলো বই। তবু আশ্চর্যের বিষয়, যে দেশে দীর্ঘদিন ধরে 'বই মানুষের বন্ধু' বলে মনে করা হয়েছে, সেই দেশের অনেক পরিবারেই আজ বই পড়া যেন অচেনা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। প্রযুক্তির ঝলমলে আলো, স্মার্টফোনের ক্ষণিক আনন্দ, সোশ্যাল মিডিয়ার সদা বহমান বিভ্রান্তির স্রোত– সব মিলিয়ে বই যেন আজ সন্তানদের জীবনে ক্রমশ দুর্লভ সঙ্গী হয়ে উঠছে। অথচ পাঠাভ্যাসই এমন এক সৎ সঙ্গ, যা মানুষের মনকে পরিশীলিত করে, অন্তরকে সমৃদ্ধ করে এবং জীবনকে আলোকিত করে। তাই বলা হয়– 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস' , আর বই সেই সৎ সঙ্গেরই সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ।

আজকের শিশুদের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে তারা এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বের মধ্যে বড় হচ্ছে। একদিকে দ্রুততর ডিজিটাল জগৎ তাদের আঙুলের ডগায় অসীম সম্ভাবনা এনে দিয়েছে, আর অন্যদিকে সেই ডিজিটাল জগতের নেশা তাদের মনোসংযোগ, স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং মানবিকতার উপর গভীর ক্ষত তৈরি করছে। ভারতের শীর্ষস্থানীয় শিশু-মানসিক স্বাস্থ্য গবেষণা সংস্থা 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর চাইল্ড সাইকোলজি' -র সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে, ৬ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে প্রায় ৬৮ শতাংশ নিয়মিত বই পড়ে না। তার মধ্যে ৪২ শতাংশের পাঠ্যবই ছাড়া অন্য কোনও বই পড়ার অভ্যাস নেই। আরও উদ্বেগজনক তথ্য হলো, গড়ে প্রতিটি শিশু দিনে ৩ থেকে ৫ ঘন্টা মোবাইল স্ক্রিনে সময় কাটায়– যা আগের দশকের তুলনায় দ্বিগুণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রবণতা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, ভাষার ক্ষমতা এবং সামাজিক মূল্যবোধের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

পাঠাভ্যাসের অভাবে শিশুদের মধ্যে হঠাৎ রাগ, অস্থিরতা, মনোযোগের ঘাটতি, ভাষাগত দক্ষতার অবনতি এবং সৃজনশীলতার সংকট ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। অথচ ইতিহাস সাক্ষী, যেসব জাতি বইমুখী হয়েছে– তাদের চিন্তন, গবেষণা এবং উদ্ভাবনের জগৎ হয়েছে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। ইউরোপে বই পড়া একসময় সভ্যতার অন্যতম চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হতো। প্যারিসে বহু নাগরিক আনাতোল ফ্রাঁস বা রোম্যাঁ রোলাঁ না পড়ে লজ্জা পেতেন, ইংল্যান্ডে কিপলিং পড়া ছিল শিক্ষিত সমাজের গর্ব। বাঙালির ইতিহাসও বইপ্রীতির দৃষ্টান্তে ভরপুর– রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ– যাদের সাহিত্যচর্চা প্রজন্মকে ভাবুক করেছে, মানবিক করেছে। অথচ আজ আমরা বই সাজাই আলমারিতে, পড়ি না মনের ভিতর। আমাদের শিশুদের অধিকাংশই বইয়ের মলাট দেখে, ভেতরের ভাষার রসাস্বাদনে আর ডুবতে চায় না।

কেন এমন হলো? এর উত্তর সমাজবিজ্ঞানীরা খুঁজে পান পরিবার কাঠামোর বদলে যাওয়ায়। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাওয়ায় শিশুর মধ্যে গল্প-কথার উত্তরাধিকার হ্রাস পেয়েছে। দাদা-দিদিমার গল্প ছিল শিশুমনের প্রথম সাহিত্য-জগৎ; সেই শিকড় আজ অনেকটাই উপড়ে গেছে। তার ওপর পিতা-মাতা নিজেরাই যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইলে ডুবে যান, তবে সন্তান কীভাবে বইকে কাছের বন্ধু মনে করবে? আধুনিক জীবনের দৌড়ঝাঁপ, বাড়তি চাপ, অনলাইন বিনোদনের সহজলভ্যতা– সব মিলিয়ে বই পড়ার সংস্কৃতি পিছিয়ে পড়ছে। অথচ সামাজিক বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বই মাথার ভেতরে যে নীরব ও সুগভীর মানসিক জগত রচনা করে, তা কোনও ডিজিটাল

Sahityasena, a research and Creative literature oriented E-journal. Published by Farjina Parvin and edited by Sariful Islam. WhatsApp - 8617377896, Email - sahityasena@gmail.com, Website - sahityasena.com

মাধ্যমের পক্ষে সম্ভব নয়। বই পড়ার সময় যে 'ডিপ রিডিং স্কিল' গড়ে ওঠে– যেখানে মন পুরোপুরি এক ব7ষয়ে নিবদ্ধ থাকে– তা কেবল পাঠ্য-অভ্যাসেই অর্জিত হয়। এই গভীর পাঠশক্তিই যুক্তি, সহানুভূতি এবং অনুভূতির গভীরতা তৈরি করে। এমনকি কোনও সমাজের সভ্যতার মান নির্ধারণেও পাঠাভ্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয়।

বই মানুষের নিঃসঙ্গতারও আশ্রয়। আধুনিক মানুষের সর্বাধিক যন্ত্রণা হলো 'সামাজিক নিঃসঙ্গতা' – যা আজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা নতুন এক মনস্তাত্ত্বিক মহামারী হিসেবে চিহ্নিত করছেন। বাড়ির চার কোণে, ব্যস্ততার ফাঁকে, মানুষ যখন নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে মুখোমুখি হয়, তখন বই হয়ে ওঠে শান্তির আশ্রয়স্থল। বই ঠকায় না, বায়না ধরে না, বরং পাঠকের সঙ্গে এক অনির্বচনীয় নৈকট্য তৈরি করে। বিশেষ করে বয়স্কদের কাছে বই যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ মানসিক সঙ্গী হতে পারে– তা অসংখ্য গবেষণায় প্রমাণিত। কিন্তু এই পাঠভ্যাস ও পাঠাধার শিশুদের মধ্যেই যদি গড়ে ওঠে, তবে তাদের মানসিক জগৎ হবে আরও সংবেদনশীল, আরও সুগঠিত।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও বই পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রমথ চৌধুরী যথার্থই বলেছেন– সাহিত্যচর্চা শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ, কারণ জ্ঞানের ভাণ্ডারই ভবিষ্যতের ধনভাণ্ডার নির্ধারণ করে। শিক্ষাবিদরা বলেন, যে শিশু যত পড়ে, সে তত বোঝে– এবং যত বোঝে, তত ভালোভাবে শেখে। পড়ার মধ্য দিয়ে শব্দভাণ্ডার বাড়ে, যুক্তির ক্ষমতা শক্তিশালী হয়, কল্পনা প্রসারিত হয় এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা সুদৃঢ় হয়। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, বই শিশুকে ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত করে– অতীত, বর্তমান ও আগামী দিনের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে। বই ঠিক করে দেয় তার ভাবনা কোন দিকে বিকশিত হবে, কোন মূল্যবোধ সে ধারণ করবে, কোন পথ সে বেছে নেবে।

তাহলে সমাধান কোথায়? বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথম সোপান হলো পরিবারেই পাঠসংস্কৃতি গড়ে তোলা। শিশু যা দেখে, তাই শেখে। তাই অভিভাবকদের হাতে মোবাইল কম, বই বেশি। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় ধরে পরিবারের সবার একসঙ্গে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা যায়। শিশুদের বইয়ের দোকান বা বইমেলায় নিয়ে যাওয়া, গল্প পড়ে শোনানো, বইকে উপহার হিসেবে দেওয়া– এগুলোও কার্যকর। স্কুলের বইপাঠ চক্র বা রিডিং ক্লাবও শিশুদের পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

সরকারি ভাবেও কিছু পদক্ষেপ জরুরি। প্রাথমিক স্তরে লাইব্রেরি ব্যবহারের বাধ্যতামূলক সময়, গ্রামীণ লাইব্রেরিগুলোর আধুনিকীকরণ, দরিদ্র শিশুদের জন্য সহজলভ্য বই বিতরণ, বইমেলার সংখ্যা বাড়ানো– এসবই এক অত্যন্ত ফলদায়ক উদ্যোগ হতে পারে। বাংলা প্রকাশনার মান উন্নত করা, শিশুদের উপযোগী বিজ্ঞান, গল্প, ইতিহাস ও সমসাময়িক বিষয়ভিত্তিক আকর্ষণীয় বই তৈরি করাও সময়ের দাবি। সামাজিক উদ্যোগ হিসেবে স্থানীয় ক্লাব বা পাড়ার লাইব্রেরিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা গেলে পাঠাভ্যাস আবার ফিরে আসতে পারে মানুষের জীবনে।

অথচ এ সবের বাইরেও আরও একটি কারণ আছে–আমাদের নিজেদের মনোভাব। আমরা বাহ্যিক দিক থেকে আধুনিক হলেও অন্তর্গত সংস্কৃতির দিকে তাকালে আমরা অনেকটাই দেউলিয়া। কারণ আমরা শ্রম করতে চাই না– যে শ্রম মনকে সমৃদ্ধ করে। বই পড়া সেই শ্রমই– যা আমাদের চিন্তাকে টেনে নিয়ে যায় গভীরের দিকে। যে জাতি পড়তে ভুলে যায়, তার পক্ষে সমৃদ্ধ সমাজ গড়া অসম্ভব। তাই নিজের সন্তানকে বইমুখী করা মানে শুধু তাকে শিক্ষিত করা নয়– তার চরিত্র, মনন, মানবিকতা ও ভবিষ্যৎকে সঠিক পথে গড়ে তোলা।

Sahityasena, a research and Creative literature oriented E-journal. Published by Farjina Parvin and edited by Sariful Islam. WhatsApp - 8617377896, Email - sahityasena@gmail.com, Website - sahityasena.com

আজ বইয়ের কাছে ফেরার ডাক আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে বেশি জরুরি। আমরা চাই বা না চাই, আজকের শিশুরাই আগামী দিনের মানবসভ্যতার স্থপতি। তাদের হাতে মোবাইল দিলে তারা বিনোদন পায়, কিন্তু বই দিলে তারা আলো পায়– ভাবনার আলো, বোধের আলো, মানবিকতার আলো। একটি জাতির উন্নতি তার প্রযুক্তিগত উৎকর্ষে নয়, তার পাঠাভ্যাসে নির্ধারিত হয়– কারণ পাঠই মানুষকে গভীর করে, চিন্তাশীল করে এবং সমাজকে করে আলোকিত। তাই আজই বইয়ের হাত ধরাতে হবে আমাদের সন্তানকে। বই শুধু জ্ঞান দেয় না– একটি সুন্দর, সভ্য, মানবিক ভবিষ্যতের দরজাও খুলে দেয়।

সাহিত্যসেনা পত্রিকার পিয়ার রিভিউ কমিটির সদস্যবর্গ :

১) ড. পবিত্র সরকার, বিশিষ্ট ভাষাবিদ, প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

২) ড. দীপককুমার রায়, উপাচার্য, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়।

৩) কবি কমল দে সিকদার, সভাপতি লিটল ম্যাগাজিন ফোরাম, কলকাতা, অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার,রাজ্য বিদ্যুত পর্ষদ।

৪) ড. মীর রেজাউল করিম, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ। প্রাক্তন ডিন, মানবিক বিদ্যা ও ভাষা অনুষদ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

৫) ড. উৎপল মন্ডল, অধ্যাপক, বাঙলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

৬) ড. দিলীপ দেবনাথ, অধ্যাপক, রসায়ন, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়।

৭) ড. প্রদীপ চৌহান, অধ্যাপক, ভূগোল, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

৮) ড. সনাতন দাস, অধ্যাপক, অঙ্ক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়ার্ল্ড টপ টু-পারসেন্ট সাইন্টিস্ট।

৯) ড. মৃণালচন্দ্র দাস, সহকারি অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, সংস্কৃত বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

১০) ড. মোহাম্মদ আব্দুল অহাব, ইংরেজি, অধ্যক্ষ, দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ, হরিরামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।

১১) ড. সলিলকুমার মুখার্জি, অধ্যক্ষ, কমার্স, সামসি কলেজ, মালদা।

১২) ড. ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সামসি কলেজ, মালদা।

Sahityasena, a research and Creative literature oriented E-journal. Published by Farjina Parvin and edited by Sariful Islam. WhatsApp - 8617377896, Email - sahityasena@gmail.com, Website - sahityasena.com